মেঘের দোসর

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সম্পর্ক	৩
অনুভবের তরী	৪
মিলিত প্রয়াস	৫
স্পর্শ	৬
ধ্রুবতারা	৭
গরল	৮
অন্য স্বাদ	৯
প্রলেপ	১০
চোরাবালি	১১
ভাব	১২
অতৃপ্তি	১৩
অন্তরাল	১৪
মেঘের দোসর	১৫
ব্যস্ততা	১৬
খুঁজোনা আমায়	১৭
অলক্ষ্যে	১৮
মনের প্রতিবিম্ব	১৯
জীবনের রসাস্বাদন	২০
ফাগুন কেড়ে নিলি	২১
এলোমেলো	২২
মসৃণ পথ	২৩
আড্ডা	২৪
অনুভূতি	২৫
ভাসাই	২৬
দেখাও নতুন পথ	২৭

BANGLADARSHAN.COM

সম্পর্ক

জানিনা তুমি কেমন করে এতটা কাছের হয়ে গেলে,
এইতো সেদিনও যে লক্ষ যোজন দূরে ছিলে,
খোঁজটা নিতে নিয়ম করে কাজের ফাঁকে সময় পেলে।

রোজ পিয়াসার কলসখানি পূর্ণ হতো কানায় কানায়,
অন্তরঙ্গের হ্রদখানি পূর্ণতা খোঁজে তোমার ওষ্ঠে বালুকা বেলায়,
আগের মতই হৃদপিন্ডের চঞ্চল গতি নতুন প্রেমের বার্তা পাঠায়।

আবেগগুলো বেড়ে ওঠে অনুভবের কোলে চড়ে,
তোমার স্পর্শ আহ্নিক গতির সময় কাল চুরি করে,
চাঁদনী রাতে পাবার আশা গভীরতা পায় ভিতর ঘরে।

BANGLADARSHAN.COM

অনুভবের তরী

চলে গেলে নিজের চেনা ভূমিতে,
অনুভব রেখে গেলে কোষে ও অণুতে,
একাত্মতা আবার মাথা চাড়া দেয় কবিতার সাথে,
স্নিগ্ধ আবেশে শালফুল ঘোমটা খুলে আছড়ে পড়ে তোমার বুকেতে।

কত জন্মের চেনা মানুষ তুমি এলে ভীষণ কাছেতে,
গভীরতা তাই শেষ গরিমার পোশাক পরে ভাসে সমুদ্রের লবণাক্ত জলেতে,
সুদূর পিয়াসী মন দুখানি আকণ্ঠ পান করে প্রেম সুধা নিভৃতে।

প্রেম সায়রে মিলিত হবার সাধ বাঁচিয়ে রাখি হৃদয়েতে,
শেষ বেলায় অগ্নিবীণা ঝংকৃত হয়ে ওঠে শিরা ধমনীতে,
জানি না কেন এলে মোর ঘরে জীবনের পড়ন্ত বেলাতে।

BANGLADARSHAN.COM

মিলিত প্রয়াস

বিশ্বাসের মোড়কে যত্নে রেখেছি ভালোবাসা,
যোগ্যতা, প্রতিভা,অর্থ ও বয়স মানিনি,
দুজনের দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুই ক্ষুদ্র প্রত্যাশা,
উপলব্ধির চরমতায় ম্লান হয়ে যায় চাওয়া পাওয়ার কাহিনি।

রয়েছি পথের বাঁকে সঙ্গে নির্ভরতা ও ভরসা,
অদৃশ্য ডানা লুকিয়ে রাখার বাসনা কোনোদিন রাখিনি,
মিলিত প্রয়াসে রয়েছে গভীরতা ঠাসা,
সজীবতা পায় ঘোমটা খুলে অপলক দৃষ্টিখানি।

BANGLADARSHAN.COM

স্পর্শ

এভাবে দেখতে চাইনি তোমায় দূর দিগন্তে শঙ্খচিলের পাখায়,
ডানার ঝাপটায় ক্ষত বিক্ষত করে দাও আমায়,
আমার শরীরের শিহরণ দ্রুত হয়ে ওঠে ভালোবাসায়,
লিখেছি শুধু তোমারই নাম খাতার পাতায়॥

জরিপ করে চলতে হবে বাঁচিয়ে রাখার আশায়,
শরীরের হাতছানি পেরিয়ে মন শুধু জাগ্রত তোমার অপেক্ষায়,
পেরিয়ে যাব গোটা জীবন হাতের স্পর্শের নির্ভরতায়,
দূরে থেকেও কাছে আছো, কাছের মানুষ গুলো সমুদ্রের কিনারায়।

BANGLADARSHAN.COM

ধ্রুবতারা

খুঁজেছি অনেক তোমায় পাহাড়ের কোলে বুনো ঘাসে,
পাহাড়ী ঝর্ণার কল কল ধ্বণিতে আবেগ যায় মিশে,
সুগন্ধী ফুল ছড়ায় সৌরভ আকাশে বাতাসে,
অনুভবে রয়ে আছো আমার ভীষণ পাশে।

নবীন করে আর কি দেব তোমায় ভালোবেসে,
সকল নিয়ে বসে আছি একান্তে তোমার আশে,
আকাশের ধ্রুবতারা অজান্তে তোমায় নিয়ে আসে,
আর যে মন রয় না এ পরবাসে।

BANGLADARSHAN.COM

গরল

তোমাকে দেখতে না পেলে
মনের ঘরে অন্ধকার বাসা বাঁধে,
মুহূর্তের সান্নিধ্য পাবার আশে
ভুল করে নেমে গেলাম ভীষণ খাদে,
আনন্দের সমুদ্রে এক ফোটা গরল মিশে যায় নিমেষের অপরাধে।

সমুদ্র মন্থনে অমৃতের সন্ধানে
বয়ে যায় আকাঙ্খা জীবন নদে,
তপ্ত বাসনারা ডানা ঝাপটিয়ে
আরাম দেয় গভীর ক্ষতে,
আসতে চেয়েও আসতে পারেনা
বাঁধা লাগে মনের বোধে।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য স্বাদ

আজ জীবনের স্বাদ ছিল একটু অন্যরকম,
ভৈরব আর শিবরঞ্জনীর সুরে ভেসে গেলাম সুরের ভেলায় মনের মতন,
একটু একটু করে সুরের সাগরে করি অবগাহন,
আলো ঝলমলে জীবনে ফিরে এসে ভারী হয়ে যায় পাগল মন।

চোখ বুঁজে আসে সুরের আবেশে অনুক্ষণ,
শিরা ধমনী চঞ্চল হয়ে ওঠে সুরের নেশায় প্রতি ক্ষণ,
সমগ্র জীবনের শূন্য ঝুলি আজ যেন কানায় কানায় পূর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রলেপ

গভীর ক্ষতে প্রলেপ পড়ে শীতল হাওয়ায় উড়ে আসা গোলাপের পাঁপড়িতে,
প্রশান্ত সাগরের ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায় যত গ্লানি,
এ হৃদয়ে আজও বেঁচে রয়েছে অসীম প্রেমসুধা পরতে পরতে,
নীরব ভালোবাসা নিয়ে সম্মুখে দু বাহু বাড়ায়ে রয়েছো জানি।

আজ দুজনেই স্বমহিমায় অপেক্ষমান বেলাভূমিতে,
শ্রবণ করি এক মনে একত্রিত হবার অমৃতবাণী,
যন্ত্রণা পেতে হবে জেনেও বিষ খেয়েছি দুজনে এক পাতে,
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে কাটাই দোঁহে বিনিদ্র রজনী।

BANGLADARSHAN.COM

চোরাবালি

আনন্দে ভাসতে গিয়ে তলিয়ে গেলাম চোরাবালিতে,
বাঁচার জন্য চীৎকার করে বলতে লাগলাম “বাঁচাও বাঁচাও”
কেউ কোথাও নেই.....

পা কোমর বুক ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অনেক নীচে মুহূর্তে,
মৃত্যুভয় ক্রমশ গ্রাস করে নেয় মন ও শরীর,
যে বাঁচাবে সে আজ আমার পাশে নেই....

তলিয়ে গেল চাক্ষুষ দেখার সবটুকু অবশেষে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাব

গহীন গাঙে ডুব দিয়েছি জানিনা সাঁতার,
ভাবের ঘরে এসে মনে বড়ই তোলপাড়,
রঙিন কাগজে লেখা তোমার নাম হৃদয়ে আছে মিশে
ভাবের স্রোতে ভেসে গেলাম তোমায় ভালোবেসে।

পলতে পোড়া গন্ধটা মনে করায় ভাবের কথা,
তোমার স্পর্শে একটু একটু করে সেরে ওঠে মনের যত ব্যথা,
উপুড় হয়ে দেখছিলে আমায় সেদিন অবাক বিস্ময়ে,
ভাবকে তাই নিয়ে এলাম পিঞ্জিরায় অনেক আশা নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অতৃপ্তি

অমন করে চেয়ে থেকো না.....
এইভাবে বোলো না ভালোবাসার কথা,
আমি তো অন্য ঘরে বাসা বেঁধেছি...
বেরিয়ে যাবার পথে রয়েছে অনেক বাঁধা।

বড্ড দেরী করে ফেলেছো বলতে...
আমি তো জুড়েই ছিলাম তোমার মনের পাতা,
কাঁকর বেছানো পথে অনেক কষ্ট জেনো....
মিলন না হলেও এ পৃথিবীর বুকে রয়ে যাবে আমাদের প্রেম গাঁথা।

দ্বিধাগ্রস্ত মন কাঁদে তোমারই জন্য...
বিদ্রুপ করে নিজেদের কঠিন অবস্থা,
প্রতীক্ষা রয়ে যাবে সারা জীবন...
আমার প্রেম তরী যে তোমার ঘাটেই বাঁধা।

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরাল

আবার একবার তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম
আকৃষ্ট হতে জীবনসঙ্গী হবার প্রয়োজন পরে না,
এলো মেলো স্বপ্ন গুলো কুড়িয়ে রেখেছি রঙিন একটি খামে
প্রশ্ন করি নিজেকে তোমার হতে পেরেছি কিনা।

এ বছর পুজোতে তোমার কাছ থেকে একটি জিনিস পেতে চাই
এঁকে দিও তোমার গভীর চোখের চাউনির একটি ছবি আড়ালে,
মনে পড়ে যায় কাকভেজা হয়ে দুজনের ঘরে ফেরা
মুহূর্তগুলো খুব দামী হয়ে যায় না দেখার অন্তরালে।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘের দোসর

মেঘের ভেতর লুকিয়ে আছে ধূসর ধুলিকণা
ঘুমিয়ে থাকে চুপটি করে শীতল হাতের ছোঁয়ায়,
হঠাৎ করে বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দেয় আমায়,
সিক্ত করি ক্লান্ত দেহ ও মন।

নদীর বাঁকে স্বচ্ছ জলের অনেক নিচে দেখি
মাছেরা কেমন করছে খেলা নিশ্চিন্ত মনে,
খাঁচার ভেতর মন পাখিটা ছটফট করে মরে,
মাছের মতো খেলতে চায় নিঃসঙ্গ জীবন।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যস্ততা

একটু সময় চেয়েছিলে আমার কাছে,
ব্যস্ততায় মাখামাখি জীবনে প্রেমকে দূরে রেখেছিলাম মিছে,
চোখে চোখ রেখে দুর্বল হয়েও ছুটেছিলাম কাজের পিছে,
জল বাতাস আলো না পেতে পেতে প্রেম মরে যায় আলগোছে।

আজ কেউ নেই জীবনে
মনের ক্যানভাসে আছে শুধু শূণ্যতা আর একাকীত্ব.....

BANGLADARSHAN.COM

খুঁজোনা আমায়

আমি হারিয়ে যাব গভীর বনে....
যেখানে কেউ আমায় পাবে না খুঁজে,
আমি হারিয়ে যাব গভীর সমুদ্রে...
অতল জলে যেখানে থাকবো অদৃশ্য হয়ে রঙিন মাছেদের মাঝে।

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক প্রশ্ন
দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে সকাল সাঁঝে,
খুঁজতে যেয়ো না তোমার সব সত্তা কখনো অন্যের কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

অলক্ষ্যে

মনের মানুষটাকে দেখি না অনন্তকাল.....
নীরবে প্রেমের গভীরতা বাড়ে,
স্পর্শ করতে গেলে লক্ষ মাইল দূরের যাত্রাপথ সম্মুখে,
দূরত্বেই যে আকর্ষণের কলসী পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ে,
জাগ্রত হয়ে ওঠে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার সাধ অলক্ষ্যে।

কান পেতে শুনি নিজ হৃদপিন্ডের চলন গতি,
তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে পঞ্চেন্দ্রিয় হৃদয় জঠরে,
চিত্রগুপ্তের হিসেবের খাতায় না পাওয়ার উর্দ্ধগতি,
বিরহী মন প্রেমানলের লেলিহান শিখায় পুড়ে মরে।

BANGLADARSHAN.COM

মনের প্রতিবিম্ব

অসীম কালের হিল্লোলে আছে
জীবন সুখের আঁধার,
প্রতিবিম্বের মাঝে আঁকা
নিয়ম নীতির চাকার,
ধবল মন বিকশিত হোক
হোয়ো না নিরুত্তর,
ভুল পথে পা দিও না
কাছেই আরশি নগর।

রোদ জড়ানো পথের বাঁকে
দেখা পেলাম তার,
পোষা ময়না ডাক দিলে
রক্ষে নেই রে আর,
জেরায় জর্জরিত মালিক যিনি
জীবন কেন কাঁটার?
মন পাখি বিবাগী হয়ে
ঘুরে মরে বিশ্বচর।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের রসাস্বাদন

একটু একটু করে রসাস্বাদন করে নিতে হয় জীবন পেয়ালায়,
প্রত্যেকটি চুমুকে যে আছে বাঁচার আনন্দ,
মৃগণাভির সন্ধানে জীবনের এতটা অপেক্ষায়,
বৈভবের স্পর্শ লেগে আজ কেঁপে ওঠে অলিন্দ।

অভ্যাস ও মায়াবৃত জীবনে উপলব্ধির কোষ স্ফীত হতে স্ফীততর,
প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছাচারী মন যখন অগ্রগণ্য,
নবীন কলেবরে বেঁধে রাখা মন মরচে ধরে জর্জর,
রাতের আকাশে অদৃশ্য তারাদের মতো জীবন যে নগন্য।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান,
জীবনের হোক সঠিক মূল্যায়ন,
সময়োপযোগী সময় কাটুক নির্দ্বিধায়,
জীবন বোধের রসিক হয়ে
পূর্ণ করো রসাস্বাদন।

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন কেড়ে নিলি

আন্ধার রাইত্যে বুকের ভিতর
হাহুতাশের সুর,
তুকে ছেইড়্যে একা থাইকত্যে লাইগ্যে মোর ডর,
বুকে আমার কাঁপন ধইরেছ্যে দেহ জর্জর,
মন থিক্যে তুই ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

মরদটা ঘরে আসেক বহুদিনের পর,
না বল্যে চল্যে যায় মুকে করে পর,
আমার মন আজ ধু ধু মরুর দেশ্যে,
উড়াইন গেল্য প্রেম পীরিতি বাউরি বাতাসে,
মন থিক্যে ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

তুকে লিয়ে কত স্বপন ছিল মনের ভিতর,
পাষাণ হইয়ে রয়্যে গেলি না বুঝ্যে পীরিতের কদর,
উল্টা দিকে চলছ্যে রে তোর ভিতর ঘরের খবর,
মন থিক্যে ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

BANGLADARSHAN.COM

এলোমেলো

খেলা করে মানব জাতি জীবন নিয়ে রঙিন জলে
অনুর্বর মস্তিষ্কের ঘিলুতে ঘুরে বেড়ায় পার্থিব স্বপ্ন,
অন্তর্বাস পরে পানা পুকুরে ঝাঁপ দেয় যান্ত্রিক মনন
করিডোরে ছড়িয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার রত্ন।

স্তব্ধ করো আগুনের লেলিহান শিখার উর্দ্ধগমন,
আহত পাখি ডানা মেলে ওড়ে না কাটিয়ে দুঃস্বপ্ন,
পরিত্যক্ত জং ধরা লোহার চাঙর ভেঙে খান খান,
ধিকি ধিকি আগুনে পুড়ে মরতে তারা যে নিমগ্ন।

বিদ্বেষ্টা অহরহ যখন হয়ে ওঠে অনিষ্টকারী
কিসের এত বৈভব তবে কাড়িয়া মুখের অন্ন,
কালাপানিতে ডুবে মরে অসুস্থ আদিম মানবজাতি
ভক্ষক সেজে লুণ্ঠনে রক্ষকগণের চিত্ত প্রসন্ন।

BANGLADARSHAN.COM

মসৃণ পথ

ভালো লাগাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় কষ্ট করে,
ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখতে হয় আজীবন,
নতুন করে আর কিছু নাই বা পেলাম,
প্রাণের রশদ খুঁজে চলেছি মরু প্রান্তরে, সঙ্গে আপনজন।

না বলা অনেক কথা নিভৃত যামিনীর সঙ্গে মিশে যায় অনিমেষে,
সুখের ঠিকানা পেতে চলার পথ হয়ে যায় সুকঠিন,
আদর করে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখি প্রেম,
ভাবের ঘরে আলো এনে জীবন পথকে করি মসৃণ।

BANGLADARSHAN.COM

আড্ডা

দক্ষিণাপনের সিঁড়িতে বসে জমিয়ে আড্ডা দিতে বেশ ভালো লাগে....
বন্ধুরা জড়ো হয়ে হৈচৈ করে কাটিয়ে দিতে পারি অনেকটা সময় এখনও,
আমি নেবো তালের বড়া
শিবু আনবে সাঁজের পিঠে,
চুমকি আনবে রস কদম্ব,
সুকু আনবে বোঁদের পায়েস,
আড্ডার মধ্যে ছেলেবেলায় খুঁজে বেড়াই.....
চা ওয়ালাকে ডেকে নিলাম আদর করে,
লেবু চা খেতে খেতে জমে উঠল আমাদের নিখাদ আড্ডা।

BANGLADARSHAN.COM

অনুভূতি

আমরা এতোটা ধনী নই যে
গতকাল কে কিনতে পারবো,
আবার এতটাও বীর নই যে
আগামীকালকে বদলাতে পারবো।

স্পর্শানুভূতি আর স্পর্শ
কখনোই এক নয় বুঝি বলে,
আবেগতাড়িত আমরা সবাই
পুড়ে ছাই হই মনের অনলে।

পরিস্থিতির শিকার হয়ে
চলতে শিখি দুর্গম পথে,
মনের শক্তি আর সহ্য শক্তি
লক্ষ্যের দিকে শেখায় চলতে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাসাই

কাঁসাই এর জলে ভাসিয়ে এলাম
আমার পুরানো পীরিতি,
এ পোড়া মন মানেনা
কোনো কঠিন নীতি,
কান্না ভেজা পথটি ধরে
ব্যথা বাড়ে অতি,
বাঁধন ছাড়া মনের ভেতর
চলেই এমন রীতি।

শাল পিয়ালের শাখায় শাখায়
কোকিলের সুমধুর গীতি,
এই ফাগে মনে দ্বিগুণ আগুন
মনের হল বিষম ক্ষতি,
বাঁধন ছাড়া অবুঝ মন
মানেনা কোনো নীতি।

BANGLADARSHAN.COM

মাদলের তালে তালে
কত খেলায় ছিলাম মাতি,
পীরিতের আগুনে পুড়ে
স্বপনে ছিলাম দিবা রাতি,
বাঁধন ছাড়া অবুঝ মন
মানেনা কোনো নীতি।

দেখাও নতুন পথ

সশব্দে ভেঙে পড়ার অপেক্ষামাত্র,
নিঃশব্দে সহ্য করে নিতে মনের শক্তি লাগে,
বিবাদ বাড়ে গভীরে অন্তরে,
এত কেন দলাদলি.....
এত কেন ক্ষমতার লড়াই .....
লাভের হিসেব কোন পাতাতে
লেখা আছে অক্ষরে অক্ষরে?

মানুষ তুমি আজো এত বেদনার পর
শুধু নিজের জন্য করছো কষ্ট,
বন্য প্রাণীদের দিকে চেয়ে দেখো,
রয়েছে তারা শৃঙ্খলে একে অপরের সাথে
সবার জন্য তারা হয়ে ওঠে চঞ্চল,
ওদের দেখে শেখো মানুষ
ওদের দেখে শেখো
তুমি যে বুদ্ধিবলে বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

কি আছে চাওয়ার....
কি আছে পাওয়ার.....
সবই তো তোমার জন্মক্ষণে মাপা রয়েছে জীবন ঝুলিতে,
রেষারেষি না হয় নাইবা করলে.....
কিছু রেখে যাও, কিছু করে যাও
এসেছিলে তুমি তার চিহ্ন রেখো সদর্পে
নতুন প্রজন্মেরে নিয়ে চলো নতুন পথে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥